দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশ

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

শনিবার সারাদেশে উৎসবমুখর পরিবেশে পিইসি ও জেএসসি পরিক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে। ইত্তেফাক প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর।

বরিশাল: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এবার পাশের হার ৯৬দশমিক ৩২শতাংশ। গত বছর পাশের হার ছিল ৯৭ দশমিক ৩৮ ভাগ। পাশের হার এবং জিপিএ ৫ উভয় দিক থেকেই এগিয়ে আছে মেয়েরা। গড় পাশের হার যেখানে ৯৬ দশমিক ৩২ শতাংশ, সেখানে ছেলেদের পাশের হার ৯৫ দশমিক ৫৩ শতাংশ এবং মেয়েদের পাশের হার ৯৭ দশমিক ০১ শতাংশ।

২০১৭ সালের বরিশাল শিক্ষাবোর্ডে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লাখ ২২ হাজার ১ শত ২৪ জন। এ থেকে অংশগ্রহন করেছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৩ শত ৯৭ জন শিক্ষার্থী। এরমধ্যে পাশ করেছে ১ লাখ ১৪ হাজার ৩৫ জন। পরীক্ষায় বরিশাল বোর্ডে মোট কেন্দ্র ছিলো ১৭২টি।

বরিশাল: বরিশাল সদর গার্লস স্কুলের শিক্ষার্থীরা আনন্দ-উল্লাস করছে -ইত্তেফাক

খুলনা অফিস: পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে আছে মেয়েরা। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে খুলনায় ২ হাজার ৬২৫ জন ছাত্রী জিপিএ-৫ পেয়েছে। অন্যদিকে ছেলেদের মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২ হাজার ২৮৮ জন। পাসের হারেও ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে আছে মেয়েরা। এবছর খুলনায় জেএসসিতে পাসের হার ৮৬ দশমিক ০১ শতাংশ। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে পাসের হার ৯৬ দশমিক ১১ শতাংশ। বোর্ড থেকে জানা যায়, খুলনার ৪২১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জেএসসি পরীক্ষায় ৩০ হাজার ১৯৮ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৭৭৭ জন ছেলে এবং ১৫ হাজার ৪২১ জন মেয়ে। পাস করেছে ২৫ হাজার ৯৭৪ জন। পাস করাদের মধ্যে ১৩ হাজার ৪৪৮ জন মেয়ে এবং ১২ হাজার ৫২৬ জন ছেলে। **খুলনা** জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, চলতি বছর খুলনার ১ হাজার ৮৩০টি প্রাথমিক ও সমমানের বিদ্যালয় থেকে ৩৬ হাজার ৭৯০ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করেছে ৩৪ হাজার ৫৯০ জন। তবে এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা কম ছিল। ফলাফলেও পিছিয়ে গেছে খুলনা জেলা।

ময়মনসিংহ: প্রাথমিক সমাপনী ও জেএসসি পরীক্ষায় ভালো করেছে ময়মনসিংহ শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। প্রাথমিক সমাপনীতে ময়মনসিংহ জেলায় ১ লাখ ৮ হাজার

৩২ জন শিক্ষার্থীর মাঝে পাশ করেছে ৯৩ হাজার ৫শত ৩২ জন এবং জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৩২ জন। পাশের হার ৯২.৩২ শতাংশ। বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা বিদ্যালয় থেকে ২৮৫জন, জিলা স্কুল থেকে ২৫৩ জন এবং গভ. ল্যাবরেটরী স্কুল থেকে ৬৮ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। এছাড়া জেএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে ৫০জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই জিপিএ ৫ পেয়েছে। বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৯৫জন, জিলা স্কুল থেকে ২৬২ জন, গভ. ল্যাবরেটরী হাই স্কুল থেকে ৮৯জন জিপিএ ৫ পেয়েছে। প্রতিটি স্কুলেই পাশের হার ছিল শতভাগ।

কুমিল্লা: জেএসসি পরীক্ষার ফলাফলে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডের পাসের হারের দিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড। এ বছর জেএসসিতে সারা দেশে গড় পাসের হার ৮৩.৬৫ শতাংশ হলেও **কুমিল্লা** বোর্ডে গড় পাসের হার ৬২.৮৩ শতাংশ। এ বছর ২ লাখ ৬১ হাজার ৭৫৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ৪৫৬ জন এবং জিপিএ ৫ পেয়েছে ৮ হাজার ৮৭৫ জন। এছাড়া এ বছর মাত্র ৬১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। আর গতবছর শত ভাগ পাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল ৩৪৮টি। জেএসসিতে ইংরেজি এবং গণিতে প্রায় সোয়া লাখ পরীক্ষার্থী ফেল করায় এমন ফল বিপর্যয় ঘটেছে।

যশোর: যশোর বোর্ডে এবছর গণিতে ফল বিপর্যয় ঘটেছে। এর প্রভাবে গত বছরের তুলনায় এবার পাশের হার ১২ শতাংশ কমেছে। কমেছে জিপিএ-৫ প্রাপ্তিও। এ বছর যশোর বোর্ডে পাসের হার ৮৩ দশমিক ৪২ এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৬১২। ২ লাখ ৯ হাজার ৫১৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহন করে। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৭৭৬ জন।

বাবুগঞ্জ (বরিশাল): প্রতিবছরের ন্যায় এবার ও জেএসসি পরীক্ষায় বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অধিনে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে বাবুগঞ্জস্থ বরিশাল ক্যাডেট কলেজ। চলতি বছর ৫৪ জন জেএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে ৫৪ জন ক্যাডেটই জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন।

বরিশালে মেয়েরা এগিয়ে: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ও জিপিএ-৫ এর দিক থেকে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। মেয়েদের পাসের হারের গড় ৯৭ দশমিক ০১ ও ছেলেদের পাসের হার ৯৫ দশমিক ৫৩।

বরিশাল (ভোলা): জেলাভিত্তিক পাসের হারে ভোলা জেলা ৯৭ দশমিক ৯৮ ভাগ পাস করে প্রথম হয়েছে। যথাক্রমে বরগুনা জেলায় পাশের হার ৯৭ দশমিক ৮৩, বরিশাল জেলায় পাস করেছে ৯৭ দশমিক ৩৯ ভাগ ও পটুয়াখালী জেলায় পাসের হার ৯৭ দশমিক ৭। পিরোজপুর জেলায় পানের জার ৯৫ দশমিক ১৩। গতবছরের ঝালকাঠিতে পাসের হার ছিলো বেশি এবার কমেছে।

নলছিটি (ঝালকাঠি): জেএসসি এবং জেডএসসি পরীক্ষা ৪ হাজার ১০২ জন শিক্ষার্থী পাস করে। এর মধ্য থেকে ২৪১ জন শিক্ষাথী জিপিএস-৫ প্রাপ্ত হয়েছেন। পাসের হার ৯৮.৪৭।

তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ): নুরানী তা'লীমুল কুরআন বোর্ড চট্রগ্রাম বাংলাদেশ কর্তৃক অনুষ্ঠিত তৃতীয় শ্রেণির কেন্দ্রীয় সদন পরীক্ষায় কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলার রাউতি ইউনিয়নের রাউতি কুঁড়েরপাড় আবিদ বিন আ. হামিদ কওমী মাদরাসা ও এতিম খানা থেকে ১৬জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মাঝে ১১জন গোল্ডেন প্লাস ও পাঁচজন এ গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়ে শতভাগ পাশের হার নিশ্চিত করে।

কাউখালী (পিরোজপুর): প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ফলাফল বিশ্লেষনে দেখা যায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় কাউখালীসহ সারা দেশের মাত্র তিন উপজেলায় শিক্ষার্থীরা শতভাগ পাস করেছে। কাউখালী উপজেলার ৭৩টি বিদ্যালয়ের এক হাজার ১১২জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে ৫০৯জন ছাত্র, ৬০৩জন ছাত্রী। এ উপজেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৩৯জন। এর মধ্যে ছাত্র ৪০জন এবং ছাত্রী ৯৯জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে মেয়েরা। কাউখালী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উপজেলার মধ্যে সাফল্যের শীর্ষে রয়েছে। এই স্কুল থেকে ৯১ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। ৫৩ জন জিপিএ-৫,৩৩জন জিপি-এ ৫জন জিপিএ মাইনাস সহ শতভাগ পাস করেছে।

শতভাগ পাসের অন্যদুটি উপজেলা হল বরগুনার বামনা ও পাথরঘাটা।